Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 24, 1432 Bangla, February 07, 2026, Saturday, No. 38, 56th year

H I G H L I G H T S

Interim govt. has said that law enforcement agencies did not fire any shots during protest march organised by Inqilab Moncho near Jamuna, demanding justice for killing of Sharif Osman Hadi. [Jago FM: 16]

The police fired tear gas shells and sound grenades to disperse activists of Inqilab Mancha during their blockade programme at Shahbagh intersection, demanding justice for Sharif Osman Hadi murder.[BBC: 04]

Police have used tear gas, sound grenades & water cannon to disperse govt employees protesting for the publication & implementation of 9th pay scale near the Jamuna, the official residence of Chief Adviser. [Jago FM: 15]

BNP has unveiled its election manifesto promising a 'family card' for every family, prosecution of crimes against humanity committed during "fascist" regime & to give importance to the 31-point agenda announced in the past. [BBC: 03]

Jamaat-e-Islami Amir Dr Shafiqur Rahman has said any attempt to snatch votes will not be accepted in protecting voting rights, adding that if anyone tries to obstruct voting, the people must unite to resist it. [Jago FM: 14]

BNP & Jamaat-e-Islami has shifted from a long-standing alliance to increasing rivalry. Analysts think that the instability is being expressed in words of top leadership of 2 parties during election campaign. [BBC: 10]

Expatriate Bangladeshis are getting the opportunity to vote by postal vote for first time. The concern is that it is still uncertain whether the ballots of those who have registered to vote will reach their addresses within country in scheduled time. [BBC: 07]

Bangladesh and Japan have officially signed a landmark Economic Partnership Agreement. Under the agreement, Japan will grant 100-percent duty-free access to 7,379 Bangladeshi products. [Jago FM: 16]

UK Foreign, Commonwealth & Development Office has warned its citizens against all kinds of travel, except those deemed essential, to Bangladesh on concerns over a rise in violence ahead of national polls. [Jago FM: 14]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ২৪, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০২৬, শনিবার, নং- ৩৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনরতদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো ধরনের গুলি ছোড়েনি বলে দাবি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। [জাগো এফএম: ১৬]

ঢাকার শাহবাগ এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। [বিবিসি: ০৪]

৯ম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নেন সরকারি কর্মচারীরা। পুলিশ লাঠিচার্জ, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। [জাগো এফএম: ১৫]

প্রতিটি পরিবারের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড,' 'ফ্যাসিস্ট আমলে' মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের আশ্বাস এবং বিগত সময়ে নিজেদের ঘোষিত ৩১ দফাকে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছে বিএনপি। [বিবিসি: ০৩]

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ভোটাধিকার রক্ষায় কোনো ধরনের অনিয়মের চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, কেউ যদি ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করতে হবে। [জাগো এফএম: ১৪]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, নির্বাচনি প্রচারণায় দল দুটির শীর্ষ নেতৃত্বের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে সেই অস্থিরতা। [বিবিসি: ১০]

প্রথমবারের মতো পোস্টাল ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। শঙ্কার বিষয় হলো, যারা নিবন্ধন করে ভোট দিয়েছেন, তাদের ব্যালট নির্ধারিত সময়ে মধ্যে দেশের ঠিকানায় পৌঁছাবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। [বিবিসি: ০৭]

বাংলাদেশ ও জাপান `অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি, ইপিএ স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ৭ হাজার ৩৭৯টি বাংলাদেশি পণ্য জাপানের বাজারে প্রবেশে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে। [জাগো এফএম: ১৬]

অপরিহার্য বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে ব্রিটিশ ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস-এফসিডিও। [জাগো এফএম: ১৪]

বিবিসি

'সবার আগে বাংলাদেশ' দর্শনে রাষ্ট্র চালানোর অঙ্গীকার বিএনপির, ইশতেহারে নয়টি প্রতিশ্রুতি

দেশের প্রতিটি পরিবারের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড,' 'ফ্যাসিস্ট আমলে' মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের আশ্বাস এবং বিগত সময়ে নিজেদের ঘোষিত ৩১ দফাকে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাকার একটি হোটেলে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১২টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবে সব নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ ছিল না। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর দলের হাল ধরেন তার স্ত্রী খালেদা জিয়া। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম সংসদ নির্বাচন- প্রতিটিতেই দলের নেতৃত্ব দেন খালেদা জিয়া এবং তিনিই প্রতিটি নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেন। এরপর শেখ হাসিনার অধীনে ২০১৮ সালের দশম নির্বাচন বয়কট করেছিল বিএনপি। তাই, তখন নির্বাচনি ইশতেহারের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। একাদশ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট অংশ নিলেও, সেই সময়ে খালেদা জিয়া কারাগারে ছিলেন। তাই, ২০১৮ সালের সেই নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপর ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার অধীনে আয়োজিত হয় বাংলাদেশে সর্বশেষ, অর্থাৎ দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন। কিন্তু সেই নির্বাচনও বয়কট করেছিল বিএনপি। সেই হিসেবে, দীর্ঘ বিরতির পর এবার নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করেছে বিএনপি এবং এটাই তারেক রহমানের প্রথম নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা।

ইশতেহারকে পাঁচটি ভাগ, নয়টি অঙ্গীকার

বিএনপি তাদের নির্বাচনি ইশতেহারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছে। সেগুলো হলো- রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার; বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন; ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার; অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন এবং ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করেছে বিএনপি। এর মাঝে আছে, গণতন্ত্র ও জাতিগঠন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-অভ্যুত্থান, সাংবিধানিক সংস্কার, সুশাসন এবং স্থানীয় সরকার। বিএনপি মূলত বিগত সময়ে তাদের ঘোষিত ৩১ দফাকেই সামনে আনছে। এ বিষয়ে তারেক রহমান বলেছেন, "বিএনপি যখন ৩১ দফা দেয়, তখন জুলাই সনদের বিষয়টি তখন ছিল না। জাতি গঠন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন জরুরি। জুলাই সনদের অনেক কিছুর সাথে ৩১ দফার মিল আছে।„ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের মাঝে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানসহ 'ফ্যাসিস্ট আমলের মানবতাবিরোধী অপরাধের' সুবিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি বলেছেন, "আমরা দেখেছি, এটিকে কীভাবে একটি পরিবারের বা দলের করার চেষ্টা করে হয়েছে। তাই নিরপেক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।„ এছাড়া, সাংবিধানিক সংস্কারের প্রথমেই থাকছে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ'র প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটিকে সংবিধানের মূলনীতি করা। তারেক রহমান বলেন যে, বিএনপি বাংলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ'র প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'- এই দুটো বিষয় যুক্ত করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ'র প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটিকে সরিয়ে দেয়। তাই বিএনপি ক্ষমতায় এলে এটিকে পুনঃস্থাপন করতে চায়। তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপরও বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি জানান, স্থানীয় সরকারকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে দেশের অনেক সমস্যার সমাধান স্থানীয়ভাবে করা সম্ভব। এছাড়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, উপ-রাষ্ট্রপতি পদ সৃজন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছর, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংসদে উচ্চকক্ষ প্রবর্তন, উচ্চকক্ষে ১০ শতাংশ নারী, বিরোধীদলীয় ডেপুটি স্পিকার, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রদান, জুলাই হত্যার বিচার, গণ-অভ্যুত্থানকারীদের আইনি সুরক্ষাসহ আরও অনেক বিষয় এতে উল্লেখ আছে।

চাকরি, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ গুরুত্ব পেয়েছে যে-সব বিষয়

ইশতেহারের অন্যান্য ভাগে যা আছে, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো- স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লাখ সরকারি শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগ, বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বেসরকারি সার্ভিস রুল প্রণয়ন করা, পেনশন ফান্ড গঠন ও বেকারভাতা চালু। আইটি খাতে ১০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন বেতন এবং সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি চালু করার পরিকল্পনা আছে তাদের। দেশের প্রতিটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে 'ফ্যামিলি কার্ড' দেওয়া এবং নারীর নামে এই কার্ড দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে বিএনপি। এছাড়া, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, খামারিদের জন্য 'কৃষক কার্ড' দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের কাজের সুরক্ষা এবং গণমাধ্যমের ওপর আগ্রাসন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতিও আছে ইশতেহারে। গণমাধ্যমের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে 'স্বাধীন রেগুলেটরি বডি' গঠন এবং ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। পাঁচ বছরে ৫০ কোটি গাছ রোপণের পরিকল্পনার কথা বলছে দলটি। এক্ষেত্রে তারা যে এলাকায় যেই গাছ ভালো জন্মায়, সেখানে তারা সেই

গাছ রোপণ করবে। যেমন, ঢাকার জন্য নিম গাছ। কৃষকদের ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সুদসহ কৃষি ঋণ মওকুফ করতে চায় তারা। পাশাপাশি, দেশব্যাপী ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পাশাপাশি, নদী খনন করে নৌ-পথে চলাচলেও উন্নতি আনার কথা বলা হয়েছে ইশতেহারে।

ব্যাংকিং খাত ও সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে চায় বিএনপি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য দেশের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা বলছে দলটি। "পদ্মা, তিস্তাসহ বিভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে অসুবিধা আছে। যাদের সাথে অসুবিধা আছে, তাদের সাথে বসে এই সমস্যার সমাধান করতে চাই, যাতে আমার দেশের মানুষ পানির ন্যায্য হিস্যা পায়,„ বলেন তারেক রহমান। পরিবেশ রক্ষায় থ্রি আর (রিসাইকেল, রিডিউস, রিইউজ) পলিসি বাস্তবায়নের কথাও বলেন মি. রহমান।

বিএনপির প্রধান নয়টি প্রতিশ্রুতি

বিএনপির ইশতেহারে যে নয়টি প্রধান প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হলো :

১. প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করে প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে।

২. কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে 'কৃষক কার্ড'-এর মাধ্যমে ভর্তুকি, সহজ ঋণ, কৃষি বীমা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাজারজাতকরণ জোরদার করা হবে। মৎস্য চাষি, পশু পালনকারী, খামারি ও কৃষিখাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এই সুবিধা পাবেন।

৩. দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশব্যাপী এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে। জেলা ও মহানগর পর্যায়ে মানসম্মত চিকিৎসা, মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবাসহ রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

৪. আনন্দময় ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তব দক্ষতা ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি সহায়তা ও 'মিড-ডে মিল' চালু করা হবে।

৫. তরুণদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি ও ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্ট-আপ ও উদ্যোক্তা সহায়তা, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে যুক্তকরণসহ মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৬. ক্রীড়াকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।

৭. পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে দেশপ্রেমী জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১০ হাজার কিলোমিটার নদী-খাল খনন ও পুনঃখনন, পাঁচ বছরে ১৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে।

৮. ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে সব ধর্মের উপাসনালয়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য সম্মানী ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৯. ডিজিটাল অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সংযোগ বাড়াতে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম (পেপাল) চালু, ই-কমার্সের আঞ্চলিক হাব স্থাপন, ও 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণ করা হবে।

বিএনপি বলছে, এই ইশতেহার কেবল নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়, এটি একটি নতুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চুক্তির ঘোষণা। "বিএনপি প্রতিশোধ নয়, ন্যায় ও মানবিকতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। ক্ষমতা নয়, জনগণের অধিকারই বিএনপির রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। লুটপাট নয়, উৎপাদন; ভয় নয়, অধিকার; বৈষম্য নয়, ন্যায্যতা- এই নীতিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে,„ বলা হয়েছে ইশতেহারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, সরকার কী বলছে

ঢাকার শাহবাগ এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। সে সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানের গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। জাতিসংঘের অধীনে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত ওসমান হাদিকে হত্যার ঘটনার তদন্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা- কর্মীরা। একই দাবিতে তারা শুক্রবার বিকেলে ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেলের মোড় ও শাহবাগ এলাকায় অবরোধ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে তাদের সঙ্গে পুলিশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ হয়। এরপর শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে আন্দোলনকারীরা পুনরায় শাহবাগে অবস্থান নেন। তখন আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। আন্দোলনকারীরাও তখন পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোড়ে। পরে রাত পৌনে ৮টার দিকে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণে নেয় পুলিশ।

এই সংঘর্ষে "পুলিশের গুলিতে„ ইনকিলাব মঞ্চের শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

ইনকিলাব মঞ্চের দাবি

রাত পৌনে ৯টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের সংগঠনটির ফেসবুক পাতা থেকে লাইভে আসেন। সরকারের উদ্দেশ্যে লাইভে তিনি বলেন, পুলিশ সংগঠনটির কয়েকজন কর্মীকে বুট দিয়ে আঘাত করেছে, গলা চেপে ধরেছে এবং খামচি দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, "পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্য করে পুলিশের কিছু সদস্য অতর্কিত হামলা করে এবং আমাদের ভাইদেরকে রক্তাক্ত করেছে।„ তাদের ওপর আক্রমণের সাথে জড়িতদের অতি দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করার আহ্বান জানান আব্দুল্লাহ আল জাবের। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব এ-ও বলেন, "অধিকাংশ পুলিশ সদস্যের কোনো নেমপ্লেট ছিল না, তারা নেমপ্লেট খুলে ফেলেছে এবং প্রত্যেকে মাস্ক পরা ছিল। নেমপ্লেট খুলে, মাস্ক ও হেলমেট পরে হামলা ফ্যাসিবাদী হাসিনার আমলে দেখেছি।„

এ বিষয়ে সরকারের বিবৃতি

অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। যমুনা ও এর আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রথমে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করেনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো সরকারের এই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম দিনের বিক্ষোভ পর আবার শুক্রবার বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে এবং এক পর্যায়ে জলকামানের ওপর উঠে গেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে। "সরকার স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, এ সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো ধরনের গুলি ছোড়েনি। বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, যমুনা ও সংলগ্ন এলাকায় যে-কোনো প্রকার সভা-সমাবেশ, মিছিল, গণজমায়েত ও বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পুলিশ সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগভাবে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি বলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিশ্চিত করেছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় আহত হয়ে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবেরসহ সর্বমোট ২৩ জন চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। তবে তাদের কারও শরীরে গুলির আঘাত নেই বলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

জাতিসংঘের কাছে চিঠি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি সরকারের

"বিভিন্ন মাধ্যমে বিক্ষোভকারীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা সঠিক নয়„ উল্লেখ করে অন্তর্বর্তী সরকারের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "সরকার স্পষ্টভাবে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, শহিদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারে সরকার বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘের অধীনে তদন্ত পরিচালনার আইনগত দিক সরকার গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে এবং এ বিষয়ে আগামী রোববার জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হবে।„ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সকলকে ধৈর্য, সংযম ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে সরকার বলেছে, "দেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষ অধীর আগ্রহে এই নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি বর্তমানে বাংলাদেশের দিকে। বিদেশি বহু সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক ইতোমধ্যে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছেন।„ সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়, "সরকার বিশ্বাস করে, দেশের সকল নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্বশীল আচরণ ও সহযোগিতার মাধ্যমেই একটি গ্রহণযোগ্য, মর্যাদাপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

নির্বাচনে জিততে উত্তরবঙ্গে চোখ জামায়াতের, লাঙল কি এখনো ফ্যাক্টর?

রংপুর শহরে জাতীয় পার্টির অফিস। উন্মুক্ত ফটকের এক অংশে দলীয় প্রতীক লাঙল আঁকা আছে। আরেক অংশে দলের প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের ছবি। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মূল ভবন। যেটা আবার তালাবদ্ধ। জানা গেল, দলটির কিছু নেতা-কর্মী অফিসে আসেন। তবে বেশিরভাগ সময়ই কার্যালয়টি তালাবদ্ধ থাকে। রংপুর জাতীয় পার্টির দুর্গ হিসেবে পরিচিত। দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের জন্মও এখানে। এর আগের নির্বাচনগুলোয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রংপুরের আসনগুলোতে জয়ী হয়েছে জাতীয় পার্টি। কিন্তু ৫ আগস্টের পর জাতীয় পার্টি এখন ব্যাকফুটে। অতীতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটে এবং সরকারে থাকার কারণে দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবিও তোলা হয় এনসিপিসহ কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে। তবে, জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করা কিংবা নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না, এমন হুঁশিয়ারির মধ্যেও দলটি অবশ্য সারা দেশে ১৯২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। যদিও জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাকফুটে থাকা এই দলটি নির্বাচনে কতটা সুবিধা করতে পারবে, সেটা একটা প্রশ্ন। জাতীয় পার্টি তার নিজের দুর্গ রংপুরে কেমন ফলাফল করে, তা নিয়ে আবার অনেকেরই আগ্রহ আছে। বিএনপি এবং জামায়াত মনে

করছে, রংপুরে জাতীয় পার্টির দুর্গ ভেঙে গেছে। তবে, জাতীয় পার্টি মনে করছে, দুর্গ ভাঙেনি। বরং দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ভাষায় 'ভোট আরও বেড়েছে'।

'কলা গাছ দাঁড়ালেও লাঙল' সেই অবস্থা এখন আছে?

রংপুরের শাপলা চত্বর মোড়। জটলা পাকিয়ে বিভিন্ন বয়সি কিছু মানুষ সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রংপুরের রাজনীতি নিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, নির্বাচন জমজমাট হবে। তবে কোন কোন দলের মধ্যে লড়াই হবে, এমন প্রশ্নে আবার মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে ভোটারদের মধ্যে। রংপুর শহরের শাপলা চত্বর মোড়ে আজিজুর রহমান নামে ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের জবাব, "এবারের নির্বাচনে লড়াই হবে জামায়াত এবং বিএনপির মধ্যে।„ জাতীয় পার্টি বা লাঙলের কী অবস্থা- এমন প্রশ্নে তার উত্তর, "লাঙলের যে প্রভাব ছিল, সেটা হারিয়ে গেছে। লাঙলের মার্কেট নাই।„ পাশ থেকে আরেকজন শ্রমিক যোগ দিলেন আলোচনায়। বললেন, এবার তিনি 'লাঙলের সম্ভাবনা দেখেন না'। কিন্তু লাঙলের জনপ্রিয়তা বা সমর্থন কমে যাওয়ার কারণ কী? এমন প্রশ্নে মোটা দাগে তিন ধরনের উত্তর পাওয়া গেল। এক. রংপুরে বিগত সময়ে 'কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি।' দুই. রংপুর জেলার ৬টি আসনের মধ্যে ৩টি আসন আওয়ামী লীগের দখলে চলে যাওয়া। তিন. নির্বাচনের পর এমপিদের 'এলাকায় না পাওয়া'।

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলায় একজন ভ্যানচালক আতোয়ার মিয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখানে আগে কলাগাছ দাঁড়ালেও লাঙল হইতো। সেই পরিবেশটা এখন আর নেই।„ কেন নেই, এমন প্রশ্নে তার উত্তর, জাতীয় পার্টির ভুল রাজনীতি। তিনি বলেন, "ওই যে লাঙলের সঙ্গে নৌকা অ্যাডজাস্ট হয়া গেল। নৌকা সরকারি দল, লাঙল বিরোধী দল। তখন থেকেই পরিবেশটা নষ্ট হয়া গেছে।„ বদরগঞ্জেরই একজন কৃষক জানালেন, তার ভাষায়, লাঙলের লোক এখন কম, তাদের কথাও শোনা যায় না। তার মতে, 'লাঙলই আমাদের সবকিছু ছিল, এখন নেই। আমরা লাঙলের ভক্ত ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এলাকার উন্নতি হয় নাই।„ তবে অনেকেই আবার এমন দাবি নাকচও করছেন। যেমন আব্দুল আউয়াল নামে এক মুদি দোকানি বিবিসি বাংলাকে বলেন, তার ভাষায়, 'অন্তত রংপুরে লাঙল হারবে না।„ তিনি বলেন, "রংপুরে যে যেটাই বুলক, এখানে লাঙল ছাড়া হবে না। এটা লাঙলের এলাকা। লাঙলেরই শক্তি বেশি।„ আফসার নামে আরেকজন ব্যবসায়ী বললেন, লাঙলের নীরব ভোট সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারে। তিনি বলেন, "অন্য দলের দেখবেন আওয়াজ বেশি। অনেক প্রচারণা হচ্ছে কিন্তু লাঙলের ভোটাররা সব সময়ই নীরব থাকে। ফলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এরা ভোটের দিন ঠিকই লাঙলে ভোট দেবে।„ ভোটরদের মধ্যে দুরকম মতই পাওয়া যাচ্ছে। তবে এর মধ্যেও ভোটারদের কথায় এটা স্পষ্ট যে, রংপুরে ভোটের যে একচেটিয়া সমীকরণ, সেখানে একটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সেটা কতটা তা বোঝার মতো তথ্য নেই। কারণ সর্বশেষ তিনটি নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত।

হেসেই উড়িয়ে দিলেন জি এম কাদের

রংপুরে জাতীয় পার্টির বাইরে অন্য দুটি দল বিএনপি এবং জামায়াতও মনে করছে, ওই অঞ্চলের ভোটাররা এখন উন্মুক্ত। জাতীয় পার্টির প্রভাব কমে গেছে। রংপুর মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব মাহফুজ উন নবী ডন বিবিসি বাংলাকে বলেন, জাতীয় পার্টি থেকে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। "জাতীয় পার্টিকে এখন আমরা আর কোনো ফ্যাক্টর মনে করছি না। তাদের থেকে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির অবস্থান ভালো।„ একই রকম মত দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য ও রংপুর জামায়াতের নেতা মাহবুবুর রহমান বেলাল। তিনি বলেন, "যেটা বলা হয় যে, লাঙলের ঘাঁটি। সেটা অনেক আগেই ভেঙে গেছে। ২০১৪ সালেই যদি প্রকৃত ভোট হতো, তখনি এই চিত্র আপনারা দেখতে পেতেন।„ কিন্তু জাতীয় পার্টি কি আসলেই তার দুর্গ রংপুরে দুর্বল হয়ে পড়েছে? এমন প্রশ্ন অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দেন দলটির শীর্ষ নেতা জি এম কাদের। তার মতে, দলের ভোট কমেনি বরং বেড়েছে। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, দুর্গ আরো শক্তিশালী হয়েছে। আর (দুর্গ) নাই, এটা যারা বলছেন, তারা কীভাবে বলছেন? মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যে সাড়া পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে যে, অন্য যে-কোনো বারের চেয়ে এবার আমরা বেশি ভোট পাবো।„ কিন্তু কী কারণে জাতীয় পার্টির ভোট বাড়বে, এমন প্রশ্নে জি এম কাদের বলেন, গত দেড়/দুই বছরে জাতীয় পার্টির সাহসী ভূমিকার কথা। "যারা আমাদের দল নিয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিল না, কিন্তু হয়ত ভোট দিত বা (আমাদের নিয়ে) দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, তারাও এখন আমাদের রাজনীতির কারণে মনে করছে, দেশ বাঁচানোর সংগ্রামে জাতীয় পার্টি শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে, অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখছে। যেটা অন্য আর কেউ এই মুহূর্তে করছে না।„

লাঙলের দুর্গ ভেঙে জয়ের পথ পরিষ্কার করতে চায় জামায়াত

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে আসন আছে ৩৩টি। এর মধ্যে ২৯টি আসনেই জামায়াতের প্রার্থী তাদের জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচন করছেন। অর্থাৎ, জামায়াত রংপুর বিভাগে তার শরিকদের আসন ছেড়েছে মাত্র তিনটি। এর মূল কারণ রংপুর অঞ্চলের আসনগুলোতে দলটির বিবেচনায় জাতীয় পার্টির প্রভাব 'ক্ষীণ হয়ে এসেছে'। ফলে এই অঞ্চলের ভোটাররা উন্মুক্ত। তারা এবার অন্য দলকে ভোট দেবেন। সেই অন্য দল হতে চায় জামায়াত। গত দুই বছরে গ্রামে-গঞ্জে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে দলটি মনে করছে, এখানকার অধিকাংশ আসনে জামায়াতের জয়লাভ করা সম্ভব।

যেহেতু এখানকার অনেক আসনেই জামায়াতের 'নিজস্ব ভোট ব্যাংক' আগে থেকেই রয়েছে। জামায়াত মনে করছে, এই এলাকার আসনগুলোতে বেশি সংখ্যায় জিততে পারলে, সেটা জাতীয় নির্বাচনেও জামায়াতের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে, জয়ের পথ পরিষ্কার করবে। ফলে দলটি তাদের ঢাকার বাইরে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে। দলটির আমির রংপুরসহ আশেপাশের জেলাগুলোতে নির্বাচন প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন, তিস্তা প্রকল্প, কৃষিসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরে ভোট চেয়েছেন। এমনকি নির্বাচনি প্রচারণার শেষ দিকে এসে আবারও উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনি প্রচারণায় যেতে দেখা গেছে জামায়াতের আমিরকে। জানতে চাইলে দলটির রংপুরের নেতা ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য মাহবুবুর রহমান বেলাল অবশ্য বলেন, রংপুর অঞ্চল তো বটেই, সারা দেশেই তারা জয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক যে, এখন রংপুরে লাঙলের ঘাঁটি আর নেই। ফলে এটা আমাদের জন্য বড় সুযোগ। আমরা এই মুহূর্তে কাউকেই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছি না এখানে। জামায়াতের প্রতি মানুষের ব্যাপক উদ্দীপনা এবং আস্থা তৈরি হয়েছে। তারা জামায়াতের প্রতি বিপুল সমর্থন দেবে।„

নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বি ভাবছে বিএনপি

রংপুরের আসনগুলোতে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত যে-সব জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, সেগুলোতে ৯২ শতাংশ আসনেই জয়লাভ করেছিল জাতীয় পার্টি এবং সেটাও বিশাল ব্যবধানে। কিন্তু গত ১৭ বছরে যে ৩টি বিতর্কিত নির্বাচন হয়েছে, তাতে রংপুরের ৬টির মধ্যে তিনটি আসনই চলে যায় আওয়ামী লীগের দখলে। এখন আওয়ামী লীগ নেই। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, জাতীয় পার্টিও আগের তুলনায় দুর্বল। ফলে এখানে আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা দেখছে বিএনপি এবং জামায়াত দুটি দলই। বিএনপি মনে করছে, রংপুরসহ পুরো অঞ্চলে বিএনপির পক্ষে 'জোয়ার তৈরি হয়েছে'। বিশেষ করে দলটি তিস্তার পাড়ে তিস্তা প্রকল্পের পক্ষে যে-সব ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করেছে, সেটা কৃষিভিত্তিক উত্তরাঞ্চলে বড় প্রভাব রাখবে বলে মনে করেন রংপুরের বিএনপি নেতারা। জানতে চাইলে বিএনপির রংপুর মহানগর সদস্য সচিব মাহফুজ উন নবী ডন বলেন, "আসলে আমরা জাতীয় পার্টিকে ফ্যাক্টর মনে করি না। তাদের বিগত সময়ে যারা পাঁচ বছরের জন্য এমপি হয়েছেন, তারা তো মাসে পাঁচ ঘণ্টা সময়ও রংপুরবাসীর জন্য ব্যয় করেনি। পাশাপশি দৃশ্যমান কোনো উন্নয়নও করেনি। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে।„

'জাতীয় পার্টিকে সাইড করার চেষ্টা হচ্ছে'

বিএনপি এবং জামায়াত, দুই দলই রংপুরের আসনগুলোতে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, অতীতের নির্বাচনগুলোতে এ দুটি দল রংপুর জেলার আসনগুলোতে এমনকি দ্বিতীয় অবস্থানেও আসতে পারেনি। কিন্তু এখন যে দলগুলো জয়ের আশা করছে, তার পেছনে 'প্রশাসনের মদদ আছে' বলে অভিযোগ করছে জাতীয় পার্টি। দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের মনে করেন, জাতীয় পার্টির জন্য বৈরী পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য যেন জাতীয় পার্টিকে মাইনাস করা যায়। অন্য কোনো দলের জেতা সহজ হয়। তিনি বলেন, "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আমরা বাদে, মাঠে আর যারা আছেন, তারা সবাই পাচ্ছেন। আমাদেরকে এখানে সাইড করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে করে আমরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে এটা অনেকেই তাদের ভোটের জন্য সুবিধাজনক বলে মনে করছেন। কিন্তু জাতীয় পার্টি মাঠে থাকবে।„ মূলত বিএনপি, এনসিপি এবং জামায়াত নির্বাচনের মাঠে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে এমন অভিযোগ তুলছে জাতীয় পার্টি।। যদিও এসব দল সেটা মনে করে না। তবে এটা স্পষ্ট যে, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে জাতীয় পার্টি একটা চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। কিন্তু এর ফলে যে দলটিকে এখনই অন্তত রংপুরের রাজনীতির হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে, তেমনটাও আবার অনেকে মনে করছেন না। তাদেরই একজন রংপুরে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সভাপতি ফখরুল আনাম বেঞ্জু। "কোনো জায়গায় হয়ত জামায়াত হট ফেভারিট হয়ে আছে। কোনো জায়গায় বিএনপি হট ফেভারিট হয়ে আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি চিন্তা করেন, তাহলে জাতীয় পার্টি একেবারেই মাইনাস হয়ে গিয়েছে, এই অবস্থাটা কিন্তু আমার মনে হয় হবে না,„ বলেন ফখরুল আনাম। কিন্তু এমনটা মনে করার কারণ কী? এমন প্রশ্নে মি. আনাম বলেন, জাতীয় পার্টি রংপুর অঞ্চলে এখনো ফ্যাক্টর। তার ভাষায়, "এখানে জাতীয় পার্টি মাইনাস হওয়ার একটা চান্স ছিল। কিন্তু, যখন জাতীয় পার্টিকে রাজনীতিতে ব্যাক করানো হলো, সেটা যে কৌশলেই করানো হোক, এর অর্থ হচ্ছে জাতীয় পার্টি এখনো ফ্যাক্টর। তারা যে খুব খারাপ সংখ্যায় আসন পাবে, তা নয়, একটা ভালো সংখ্যা তাদের কিন্তু আসবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রবাসী ভোটারদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যালটই পাননি

এবারই প্রথমবারের মতো পোস্টাল ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তবে শঙ্কার বিষয় হলো, অনেকে যেমন ব্যালট পাননি অথবা নেননি, তেমনি যারা নিবন্ধন করে ভোট দিয়েছেন, তাদের অনেকের ব্যালট নির্ধারিত সময়ে মধ্যে দেশের ঠিকানায় পৌঁছাবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে দেশে ও প্রবাসে মিলিয়ে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৪ জন ভোটার 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৩৮ জন প্রবাসী বাংলাদেশি। পোস্টাল ভোটের জন্য রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন ছিল গত জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ

পর্যন্ত। এর মধ্যেই পোস্ট করা ভোট বাংলাদেশে আসাও শুরু হয়ে গেছে। তবে, শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর দেড়টা পর্যন্ত দেওয়া হিসাবে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত কেবল ১ লাখ ৬৬ হাজার ১২৫টি ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তারা বুঝে পেয়েছেন। ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৭০৯ জন প্রবাসী ভোটার তাদের ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা ডাক বিভাগে জমা দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনের বাকি আছে আর মাত্র ছয়দিন। ফলে ভোট গণনা শুরুর আগে বিদেশ থেকে সব ব্যালট দেশের নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছাতে পারবে কি না, সেই শঙ্কাও রয়েছে। এখনো যে-সব ব্যালট পোস্ট করা হয়নি বা জমা পড়েনি, সেগুলো এত কম সময়ের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

প্রবাসীদের ভোট কোথায় যাবে?

বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী, যে যেই অঞ্চলের ভোটার, সেই অঞ্চলের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে যাবে পোস্টাল ভোট। অর্থাৎ, প্রবাসীদের ভোট তার নিজের এলাকার প্রার্থীদের ভোট হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বিদেশ থেকে প্রথমে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে যে পোস্টাল অফিস রয়েছে, সেখানে আসছে। এরপর সেখান থেকে তেজগাঁও মেইল প্রসেসিং সেন্টারে আসন অনুযায়ী ভাগ করে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো হচ্ছে বলে জানান প্রবাসী ভোটার প্রকল্পের টিম লিডার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান। ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টায় ভোট গণনা শুরু হবে এবং তখনই অন্য ভোটের পাশাপাশি প্রবাসীদের ভোটও গণনা করা হবে। নভেম্বর মাসে ডাক বিভাগের সাথে বৈঠকের পর নির্বাচন কমিশন ধারণা দিয়েছিল, ব্যালট পাঠানো থেকে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে সর্বনিম্ন ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিন সময় লাগবে। সেই হিসেবে এখনো যে-সব ভোট জমা পড়েনি বা ভোটারের হাতে ব্যালট পৌঁছায়নি, সে সব ভোট কি আদৌ নির্বাচনের দিনের মধ্যে আসন পর্যন্ত পৌঁছাবে কি না, সে শঙ্কা রয়েছে।

প্রবাসী ভোটার প্রকল্পের দল নেতা মি. খান বলছেন, শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যেও ভোট জমা পড়লে সেগুলো পৌঁছানো সম্ভব হবে। যে-সব দেশ থেকে সরাসরি ফ্লাইট নেই, সেগুলোও অন্তত ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেশে আসলেও গণনায় আসা সম্ভব। তবে যে-সব ব্যালট এখনো ভোটারের হাতে পৌঁছায়নি, সেগুলো নিয়ে সংশয় রয়েছে। "আমরা তো ৪০ দিনের উপরে সময় হাতে নিয়ে সবকিছু পাঠিয়েছি, যেন সময়মতো ফেরত আসে। আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি, অনেক দেশেই এরকম আছে যে, ভোটারের কাছে পৌঁছায়নি, পোস্ট অফিসে আছে। যেমন উত্তর আমেরিকায় তুষারপাত ছিল, কোনো কোনো দেশে পোস্টাল স্ট্রাইক। এরকম করে সবগুলো পৌঁছায়নি,„ বলেন তিনি। এসব বিষয় ট্র্যাক করাও কঠিন হচ্ছে বলছেন মি. খান। তবে সে সব ক্ষেত্রে ভোটের দিনও যদি প্রবাসী ভোট এসে পৌঁছায়, তাহলেও আকাশপথে ঠিকানা মতো সেগুলো পৌঁছানো সম্ভব বলে আশা করছেন মি. খান।

প্রবাসী ভোটার সংখ্যা

বাংলাদেশি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসেবে, ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত হিসেবে ৯৪ লাখের বেশি বাংলাদেশি প্রবাসে কর্মরত রয়েছেন। তবে "বিভিন্ন হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রবাসী জনসংখ্যা দেড় কোটির কাছাকাছি,„ গত ৬ জানুয়ারি উল্লেখ করেছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। সেই হিসাব বিবেচনায় নিলে পাঁচ শতাংশের সামান্য বেশি প্রবাসী নিবন্ধন করেছেন। এটিকেই অবশ্য 'গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য' হিসেবে উল্লেখ করা হয় সেই ব্রিফিং-এ। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় "প্রবাসী ভোটারদের ক্ষেত্রে গড় অংশগ্রহণের হার প্রায় দুই দশমিক সাত শতাংশ।„

অনুমোদিত ভোটার

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশ থেকে নিবন্ধন করা ভোটারদের মধ্যে অনুমোদিত ভোটার ৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৩৩। তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে ৭ লাখ ৬৭ হাজার ১৮৮টি ব্যালট।

বিদেশে ভোট দিয়েছে কত, দেশে এসেছে কত?

৬ ফেব্রুয়ারি বেলা দেড়টার হিসাব অনুযায়ী, ভোট দিয়েছেন ৪ লাখ ৮৭ হাজারের বেশি প্রবাসী। এর মধ্যে ডাক মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে ৪ লাখ ৫১ হাজার ব্যালট। আর রিটার্নিং কর্মকর্তারা সে সময় পর্যন্ত হাতে পেয়েছেন প্রবাসীদের ১ লাখ ৬৬ হাজারের কিছু বেশি ভোট। অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বিদেশে জমা পড়া মোট ভোটের ৩৪ শতাংশের মতো রিটার্নিং কর্মকর্তারা হাতে পেয়েছেন।

এখনো ভোট হয়নি

অনুমোদিত ভোটারের মাঝে আড়াই লাখের বেশি (২ লাখ ৮১ হাজারের বেশি) ভোটার শুক্রবার পর্যন্ত ভোট দিতে পারেননি। হিসাব করলে দেখা যায়, দুপুর পর্যন্ত বিদেশে নিবন্ধিত ও অনুমোদিত ভোটারের ৩৬ শতাংশের মতো ভোটারের ভোট জমা পড়েনি। আর ভোটার ব্যালট গ্রহণ করেছেন সেই সংখ্যা ৫ লাখ ২৬ হাজার। অর্থাৎ অনুমোদিত ভোটারের ৩১ শতাংশের মতো ব্যালট গ্রহণ করেননি বা হাতে পাননি, অথবা ব্যালট হাতে পেলেও স্ক্যান করেননি।

এছাড়া, দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটের জন্য নিবন্ধন করেন, সেই ৭ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৮ জন ভোটারের কাছেও ব্যালট পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে ৩ লাখ ৪২ হাজার ৭৪৭ জন ব্যালট হাতে পেয়েছেন। আর ভোট দিয়েছেন

২ লাখ ৮০ হাজার ২২৬ জন, রিটার্নিং অফিসার পর্যন্ত পৌঁছেছে ৪৭ হাজারের কিছু বেশি। অর্থাৎ, দেশের নিবন্ধিত (অনুমোদিত) ভোটারের ৫৫ শতাংশের মতো ব্যালট গৃহীত হয়নি। ভোট দিয়েছেন ৩৭ শতাংশের মতো। যারা ভোট দিয়েছেন তার ৮৩ শতাংশের মতো রিটার্নিং অফিসারের হাতে পৌঁছা বাকি আছে।

প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া, অভিযোগ

প্রবাসে থেকে ভোট দেওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে প্রবাসীদের মধ্যে। যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ রুহেল আহমেদ ভোট দিতে পেরে বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তবে একই সাথে সেগুলো "কতটুকু স্বচ্ছতার সাথে ভোটটা কাউন্ট হবে, সেটার একটা প্রশ্ন থাকে,„ বলছিলেন তিনি। তবে সেটা ভালোভাবে হবে বলেই আশা করেন মি. আহমেদ। একই সাথে তিনি এও মনে করেন যে, কম সময়ে হলেও এই নির্বাচন ঘিরে যথেষ্ট 'মার্কেটিং' বা প্রচারণা হয়নি, যে কারণে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভোটাররা এতে আকৃষ্ট হয়নি এবং তার নিজের মতো রাজনীতি সচেতন মানুষেরাই এই সুযোগটা আগ্রহ নিয়ে কাজে লাগিয়েছে, বলছেন তিনি। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত, অনুমোদিত ভোটার সংখ্যা ৩২ হাজার ৩০৫। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন ১৯ হাজার ৯৪০ জন, এর মাঝে রিটার্নিং অফিসারদের দ্বারা গৃহীত ভোট মাত্র ১৫৭৯। পোস্টাল ভোট বিডি ওয়েবসাইটে এসব তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

তবে ভোট দিতে পারা নিয়ে বেশ গুরুতর অভিযোগ তুলছেন মালয়েশিয়ার প্রবাসী সাংবাদিক আহমাদুল কবির। এর বেশ কিছু দিক রয়েছে। যেমন যত সংখ্যক ভোটার ভোট দিয়েছেন, তার বেশির ভাগই এখনো দেশে পৌঁছায়নি। আর অনেকে ট্র্যাক করে দেখছেন, তাদের ব্যালট পেপার 'ডেলিভারড' বা হাতে পৌঁছেছে, কিন্তু তারা আসলে সেটি হাতে পাননি। তিনি নিজেই প্রায় '৪০ থেকে ৫০' জনের মতো এমন অবস্থায় দেখেছেন বলে জানান। উদাহরণ হিসেবে বলেন, "চারদিন-পাঁচদিন বা সাতদিন অপেক্ষা করে হাইকমিশনে ফোন দিলো, সেখান থেকে তারা বললো, নিকটস্থ পোস্ট অফিসে দেখেন। পোস্ট অফিসে যাওয়ার পর ওরা খোঁজাখুঁজি করে বললো, আপনার এইটা বাংলাদেশে ফেরত চলে গেছে। কেন? কারণ আপনাকে পাওয়া যায়নি। অথচ তার নম্বরে ডেলিভারি করবে এমন কোনো ফোনই করে নাই,„ বলেন মি. কবির। তিনি নিজে অবশ্য নিবন্ধন করেননি, কারণ হিসেবে তিনি দেশে এসে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন। মালয়েশিয়ায় অনুমোদিত ভোটার সংখ্যা ৮৪ হাজার ১৯৫। শুক্রবার পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন ৪৫ হাজার ৩৯১ জন। এর মাঝে বাংলাদেশে রিটার্নিং অফিসারদের দ্বারা গৃহীত ভোট ১৫ হাজার ৬৩৪। আবার ভোট দিতে নিবন্ধন করেননি বা আগ্রহ বোধ করেননি এমন মানুষও রয়েছেন। যেমন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাতারের একজন প্রবাসী বিবিসিকে বলছিলেন, তার কাছে পুরো বিষয়টি ঝামেলা মনে হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকার বিষয়টি তার কাছে ভালো লাগেনি। "যারা দোষ করছে তারা বাদ, দলটাই ভোটে নাই, এইটা আমার ভালো লাগে নাই,„ বলছিলেন তিনি। এছাড়াও এর আগে, পোস্টাল ভোট নিয়ে বেশ অনেকগুলো বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যেমন ব্যালটে কিছু রাজনৈতিক দলের নাম ও প্রতীক প্রথম লাইনে রাখা ও ভাঁজের জায়গায় বিএনপির প্রতীক থাকা নিয়ে কারচুপির অভিযোগ করেছিল বিএনপি। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনো পদক্ষেপের কথা জানা যায়নি। এছাড়া, বাহরাইনে কয়েকজন অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গুণছেন এমন ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার বাসা থেকেই পোস্টাল ব্যালটগুলো পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও, একই ঠিকানা বা আশেপাশের এলাকার সহকর্মীদের ব্যালট পৌঁছে দেওয়ার জন্য একজনের কাছে অনেকগুলো ব্যালটের খাম দেওয়া হয় বলে বাহরাইনে বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রের বরাত দিয়ে জানায় নির্বাচন কমিশন।

অভিযোগের জবাবে যা বলা হচ্ছে

মালয়েশিয়ায় যে অভিযোগ এসেছে, সে বিষয়ে প্রবাসী ভোটার প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান বলছেন, সেগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিসের সাথে সম্পর্কিত এবং খোঁজ নেওয়া হলে সে সব পোস্ট অফিস ভোটারদের যোগাযোগ করে পায়নি বলে জানিয়েছে। কয়েকদিন থাকার পর কেউ না নিতে আসায় সেগুলো ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে বলছেন তিনি। মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে অনেকের রেজিস্ট্রেশন করা ফোন নম্বর ও কার্যকর বা অ্যাকটিভ থাকা নম্বর ভিন্ন হওয়া, ঠিকানা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া এমন কারণেও অনেকে ব্যালট পাননি বলছেন মি. খান। মালয়েশিয়ার পোস্ট অফিস এবং দূতাবাস, দুই দিক থেকেই এমনটা জেনেছেন তারা। এছাড়া, এর আগে যে-সব অভিযোগ বা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, সে সব ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, সে প্রশ্নে মি. খান বলছেন, "এগুলো চলমান প্রক্রিয়া।„ "প্রতীক বরাদ্দ হয়ে গেলে আমরা ব্যালট পাঠাই। যেহেতু পোস্টাল ব্যালট, আমাদের তো পাঠাতে হবে। আদালতের রায়ের সাথে যেগুলো সম্পর্কিত থাকে, ওগুলো আমরা পরে পাঠাই,„ বলেন তিনি। যেমন চারটি সংসদীয় আসনে প্রার্থিতা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আদালতের নির্দেশনায় নতুন করে ব্যালট ছাপানো শুরু হয়। সে প্রেক্ষাপটে আগেকার ব্যালট বাতিল হয়ে যায় এবং এই মাসের শুরুতে নতুন করে ব্যালট ছাপিয়ে পাঠানো শুরু হয়। আর প্রবাসীদের ভোট বাংলাদেশে আসার পর সমস্যা না হলেও, বিভিন্ন দেশে সময়মতো ব্যালট পৌঁছানো ও স্থানীয় পোস্ট অফিসের সাথে সমন্বয়টা চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মি. খান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিএনপি-জামায়াতের শক্তি কোথায়, দুর্বলতা কোথায়

এবারের নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির জয় সহজ হতে পারে, এমন একটা ধারণা ছিল প্রথম দিকে। কিন্তু যত দিন গড়াচ্ছে, নানামুখী চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে দলটির সামনে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে। এই দুই দলেই বাড়ছে অস্থিরতা-উত্তেজনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, নির্বাচনি প্রচারণায় দল দুটির শীর্ষ নেতৃত্বের কথায়ও প্রকাশ পাচ্ছে সেই অস্থিরতা। তারা জড়িয়ে পড়ছেন বাগ্‌যুদ্ধে, কখনও কখনও বিতর্কের জন্ম দিচ্ছেন। ত্রয়োদশ এই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে ভিন্ন এক বাস্তবতায়। বিএনপির চির প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করায় দলটি মাঠে নেই। ফলে রাজনীতিতে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয় বলে বিএনপিসহ বর্তমানে সক্রিয় দলগুলোর নেতাদেরই অনেকে মনে করেন। তারা বলছেন, এই শূন্যতার মধ্যে বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে; মেরুকরণ হয়েছে রাজনীতিতে। জামায়াত ১১টি দল নিয়ে নির্বাচনি ঐক্য গঠন করে ভোটের মাঠে এখন বিএনপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই জোটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি রয়েছে। এছাড়া জোটের বেশিরভাগই ইসলামী দল।

জামায়াতসহ এসব ইসলামী দল বিএনপির দীর্ঘদিনের মিত্র ছিল। এখন তাদেরই জোট ক্ষমতায় যাওয়ার টার্গেট নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে বিএনপির মুখোমুখি। নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছে জামায়াত জোট। বিএনপিরও শীর্ষ নেতা তারেক রহমান লন্ডনে ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরে চষে বেড়াচ্ছেন ভোটের মাঠ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মি. রহমানের সরাসরি নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি এবার নির্বাচনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের জন্য শক্তির জায়গা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক মেরূকরণে ভিন্ন বাস্তবতায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে দলটির জন্য, অনেক ক্ষেত্রে দলটির দুর্বলতাও দৃশ্যমান হচ্ছে। জামায়াতের সামনেও আসছে অনেক চ্যালেঞ্জ। তাদেরও শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো প্রকাশ পাচ্ছে।

বিএনপির সাত চ্যালেঞ্জ

দলটির দুর্বলতা, চ্যালেঞ্জের জায়গা অনেক। তবে বিএনপির নেতা-কর্মীরা যে বিষয়গুলোকে সমস্যা হিসেবে দেখছেন, সেখানে বড় সাতটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে :

১. দলের বিদ্রোহী প্রার্থী।

২. রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত ১৮ মাসে সারাদেশে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি-দখলের অভিযোগ।

৩. তরুণ ভোটারদের বিএনপির পক্ষে টানার ক্ষেত্রে প্রচারণায় ঘাটতি।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রচারণা থেকে পিছিয়ে থাকা।

৫. নারীদের মধ্যে তালিমের নামে জামায়াতের প্রচারণার মুখেও পিছিয়ে থাকা।

৬. প্রচারণায় প্রতিপক্ষের ধর্মের ব্যবহার।

৭. প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বিএনপির অবস্থানের অস্পষ্টতার অভিযোগ।

আসলে কতটা চ্যালেঞ্জে বিএনপি

"দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় আমাদের আসনে নেতা-কর্মীরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এর প্রভাব ভোটারদের মধ্যেও পড়তে পারে। এটা আমাদের দলীয় প্রার্থীর জন্য বড় সংকট।„ বিবিসি বাংলার কাছে এই বক্তব্য দিয়েছেন নেত্রকোণা-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রচারণায় যুক্ত থাকা স্থানীয় একজন নেতা। সংসদীয় যে ৭৯টি আসনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে এবং বিএনপি থেকে বহিষ্কার হওয়ার পরও প্রার্থী হয়েছেন, এসব আসনেই নেত্রকোণা-৩ আসনের মতো একই চিত্র বলে দলটির নেতা-কর্মীদের অনেকে বলছেন। বিএনপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানিয়েছেন, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আসা তথ্য ও তাদের নিজস্ব জরিপ অনুযায়ী, ৭৯টি আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে ৪৬ জন শক্ত অবস্থানে আছেন। বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায়, তাদের বিএনপি থেকে বহিষ্কার করার পরও তারা ভোটে রয়েছেন এবং বেশিরভাগ আসনেই তারাই দলীয় প্রার্থীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন। বিএনপি শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলেছেন, বিদ্রোহী প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এটিকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তারা। বিদ্রোহী প্রার্থীর বিষয়টি বিএনপির সাংগঠনিক বা অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যা সামলাতে পারেনি দলটি।

চাঁদাবাজি, দখলের অভিযোগ নিয়েও বিএনপির বিরুদ্ধে নেতিবাচক আলোচনা রয়েছে। এটিকে নির্বাচনি প্রচারণায় বিএনপির বিরুদ্ধে বড় ইস্যু হিসেবে সামনে আনছেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের শীর্ষ নেতারা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পটপরিবর্তনের পর থেকে সারা দেশে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হাট-বাজারে, বাস টার্মিনাল-নৌঘাটে চাঁদাবাজি এবং জমি-বাড়ি, এমনকি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান দখলের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এর বেশিরভাগ অভিযোগই বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। যদিও বিএনপি প্রায় দশ হাজার নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু থামানো যায়নি চাঁদাবাজি-দখল। লেখক ও বিশ্লেষক মহিউদ্দিন

আহমদ মনে করেন, দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব দল থেকে বহিষ্কার বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে এর দায় এড়াতে পারেন না। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে চাঁদাবাজি-দখলের মতো অপরাধ করা থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন- এমন ধারণা ছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।„ "দলের বিদ্রোহী প্রার্থীও থামানো যায়নি। এখানে নেতৃত্বের দুর্বলতার বিষয় আলোচনায় আসছে„ বলে মনে করেন মি. আহমদ।

বিএনপির প্রচারণায় ঘাটতি

যদিও তারেক রহমান মাঠে দলের নির্বাচনি প্রচারণায় সশরীরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এরপরও প্রচারণায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিএনপি পিছিয়ে রয়েছে বলে দলটির ভেতরে আলোচনা আছে। নেত্রকোণা, বগুড়া, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার বিএনপির তৃণমূলের কয়েকজন নেতা বলছিলেন, তরুণদের মাঝে প্রচারণায় বা যোগাযোগে দলের ঘাটতি আছে। কারণ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তরুণরা। এবার নির্বাচনের ভোটারদের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চার কোটির বেশি তরুণ ভোটার রয়েছেন। তাদের একটা বড় অংশ আওয়ামী লীগ আমলে দেড় দশকে বিগত তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। ফলে এবার ভোটের প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বিবিসি বাংলাকে বলেন, তরুণদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন গতানুগতিক প্রচারে তাদের আকৃষ্ট করা যাবে না। অবশ্য তরুণ ও নারী ভোটারদের সমর্থন পেতে তারেক রহমান তার মেয়ে জাইমা রহমানকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছেন। কিন্তু এরপরও বিএনপির প্রচারণায় দুর্বলতা বা ঘাটতির অভিযোগ আলোচনায় রয়েছে। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ মনে করেন, "তরুণদের কানেক্ট করার ক্ষেত্রে বিএনপির ঘাটতি আছে। তরুণ ভোটের জন্য তাদের আরও চিন্তাশীল কিছু করা প্রয়োজন।„ আরেকটি বড় অংশ নারী ভোট। তাদের মাঝে বিএনপির প্রচারণা শুরু হয়েছে বিলম্বে। জামায়াতের নারী বিভাগের নেতা-কর্মীরা সারা দেশে, বিভিন্ন এলাকা বা মহল্লায় নারীদের নিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা বা বৈঠক করে আসছিলেন কয়েক বছর ধরে। সেটিকে 'তালিম' বলে পরিচিত করে আসছে জামায়াত। এই তালিমের নামে অনেক আগে থেকেই নারী ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে জামায়াতের নারী কর্মীরা প্রচারণা চালাচ্ছেন। এতে ধর্মকে ব্যবহারের অভিযোগ করছে বিএনপি।

জামায়াতের তালিমের পাল্টা উঠান বৈঠক নাম দিয়ে নারীদের কাছে প্রচারণা চালাচ্ছে বিএনপি। কিন্তু দলটির এই কৌশলে বিলম্ব হয়েছে অনেকটা সময়। সে কারণে নারী ভোটারের বড় অংশের কাছে বিএনপির প্রার্থীরা সরাসরি পৌঁছাতে পারবেন কিনা, এ নিয়ে বিএনপি নেতাদের অনেকের সন্দেহ আছে। ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারণায় বিএনপির পিছিয়ে থাকার কথা বলছেন বিশ্লেষকেরা। তারা মনে করেন, সামাজিক মাধ্যমের একটা প্রভাব তৈরি হয়েছে সমাজে। কিন্তু এই মাধ্যমে বিএনপির তুলনায় জামায়াত অনেক এগিয়ে রয়েছে। বিএনপিকে ঘায়েল করতে জামায়াতের প্রচারণা পরিকল্পিত এবং সংগঠিতভাবে হচ্ছে। বিএনপিও জামায়াতের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে 'বট বাহিনী' ব্যবহারের অভিযোগ করছে। এবার সামাজিক মাধ্যমে এবং মাঠের প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার বেশি হচ্ছে বলে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন। তারা মনে করেন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোর শক্তি ও প্রভাব বেড়েছে। সে কারণে প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার বেশি চোখে পড়ছে। 'জামায়াতের প্রার্থীকে ভোট দিলে জান্নাতে যাবে' দলটির বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রচারণা চালানোর অভিযোগও তুলেছে বিএনপি।

দলটির নেতারা বলছেন, "জান্নাতের টিকিট বিক্রি করাসহ ধর্মকে ব্যবহার করে প্রচারণা চালাচ্ছে জামায়াত। ফলে বিএনপিকেও সতর্কভাবে অনেক সময় ধর্মের বিষয় আনতে হচ্ছে।„ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, নির্বাচনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকবে। সেগুলো মোকাবিলা করেই তারা এগোচ্ছেন এবং ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাচ্ছেন। তবে দলটির অন্য একাধিক নেতার অভিযোগ হচ্ছে, "স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন না পেয়ে জামায়াত নানা রকম মেকানিজমের দিকে নজর দিচ্ছে, সেটিই বিএনপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।„

জামায়াতের চ্যালেঞ্জ

যদিও দলটির নেতা-কর্মীরা এমন একটা ধারণা তৈরি করছেন যে, ক্ষমতার প্রশ্নে এবারের ভোট জামায়াতের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে এসেছে। কিন্তু তারপরও ভোটের মাঠে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে অনেক।

১. জামায়াতের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনে ঘাটতি আছে।

২. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন।

৩. নারী অধিকার প্রশ্নে জামায়াতের অবস্থানে অস্পষ্টতার অভিযোগ।

৪. সরকার বা দেশ পরিচালানায় অভিজ্ঞতা নেই।

৫. প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি ও কাজের মিল থাকবে কি না-এ প্রশ্নে অনেকের সন্দেহ।

৬. ভূ-রাজনীতিতে দলটির অবস্থান কী হবে, সেই প্রশ্নে অস্পষ্টতার অভিযোগ।

জনসমর্থনে ঘাটতির অভিযোগ কেন

জামায়াত সংগঠিত দল এবং তাদের শক্তি বেড়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন। ভোটের মাঠেও দলটির সংগঠিত ও পরিকল্পিত প্রচারণা সবার চোখে পড়ছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় জামায়াত জমায়েত করছে এবং মাঠে ও সামাজিক মাধ্যমে দলটির নেতা-কর্মীরা সর্ব শক্তি দিয়ে নেমেছেন। এমন তৎপরতার কারণে জামায়াত অন্যতম প্রধান দল বিএনপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এসেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। কিন্তু তারা বলছেন, বড় দল হিসেবে বিএনপির যেমন সারা দেশে বিস্তৃত সাংগঠনিক শক্তি ও জনসমর্থন আছে। জামায়াত সংগঠিত হলেও বিস্তৃত স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও, দেশের সব এলাকায় জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা শক্তিশালী বা বিস্তৃত নয়। ফলে ভোটে এই বিষয়টি জামায়াতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন। যদিও অনেক ভোটারের কাছে জামায়াত একটি বিষয় পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, মানুষ আওয়ামী লীগ-বিএনপির শাসন দেখেছে। এবার তারা নতুন কাউকে দেখতে চায়। তাদের এমন 'ন্যারেটিভ' বিএনপির জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বলেও রাজনীতিকদের অনেকে মনে করেন। তবে বাংলাদেশে জামায়াতের রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, এই ইস্যুকে সামনে আনছে বিএনপি তাদের প্রচারণায়। বিএনপির এই প্রচারণাও জামায়াতের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

নারী অধিকার প্রশ্নেও জামায়াতের অবস্থান নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। বিশেষ করে, একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জামায়াতের আমির একটি বক্তব্য এসেছে যে, নারীরা কখনও তাদের দলের আমির হতে বা নেতৃত্বে আসতে পারবেন না। এই বক্তব্য নিয়ে ভোটের মাঠে চলছে নানা বিতর্ক। যদিও দলটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উদারনীতি নেওয়ার কথা বলছে, কিন্তু সমাজে এক ধরনের সন্দেহ কাজ করছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। তারা বলছেন, উদারনীতির কথা বললেও, ক্ষমতায় গেলে জামায়াত তা কতটা বাস্তবায়ন করবে বা ভোটের প্রতিশ্রুতি ও কাজের মিল কতটা থাকবে, এই সন্দেহটাই আসছে আলোচনায়। এ বিষয়টিও জামায়াতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখনো ৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত। সেই যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দলটির শীর্ষ নেতাদের বিচার হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য ৫৪ বছরেও জামায়াত কখনও আনুষ্ঠানিক ভুল স্বীকার বা দুঃখ প্রকাশ করেনি, ক্ষমা চায়নি। ফলে এ নিয়ে এখনো জনগোষ্ঠীর বড় অংশের মধ্যে জামায়াতের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব আছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, অতীত তাদের নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাদের দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভোটারদের আকৃষ্ট করছে। তবে একাত্তর ইস্যু এবারের ভোটেও সামনে এসেছে। তাদের পুরোনো মিত্র বিএনপির প্রচারণাতেও জামায়াতের বিরুদ্ধে একাত্তরে দলটির ভূমিকার সেই অতীতকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

ভূ-রাজনীতির প্রভাব কতটা

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ঘিরে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের তৎপরতা বিভিন্ন সময় দৃশ্যমান হয়েছে। তবে আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের এবারের নির্বাচনের দিকে অনেক বেশি নজর রাখছে বিভিন্ন দেশ। এদের মধ্যে আছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব এবং চীন, প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল বিএনপি ও জামায়াতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থান কী, সেটা জানার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ওই দেশগুলোর কূটনীতিকদের মধ্যে। ঢাকায় কর্মরত ওই দেশগুলোর কূটনীতিকেরা বিএনপি-জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন। দল দুটোর দিক থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উদারনীতি তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপড়েন একবারে তলানি গিয়ে ঠেকেছে। অন্যদিকে, এ সময়ে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের অনুপস্থিতিতে যে দলগুলো সক্রিয় রয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই ভারতবিরোধী অবস্থান। ফলে দেশের রাজনীতিতে এবং ভোটের প্রচারণাতেও ভারতবিরোধিতার বিষয়কে কার্ড হিসেবে আনছে কোনো কোনো দল। জামায়াতসহ ইসলামী বিভিন্ন দলের নেতাদের অনেকে অভিযোগ তুলেছেন যে, বিএনপির সঙ্গে ভারতের এক ধরনের সমঝোতা হয়ে থাকতে পারে। সে কারণে বিএনপি তাদের প্রচারণায় এবার ভারত বিরোধী কোনো বক্তব্য দিচ্ছে না। ভারত প্রশ্নে বিএনপির অবস্থান স্পষ্ট নয়, এটিই অভিযোগ ইসলামী বিভিন্ন দলের।

এ বিষয়টি বিএনপির জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। দলটির নেতাদের অনেকে বলছেন, এমন পরিস্থিতির কারণে সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধ করা এবং অভিন্ন নদীর পানির হিস্যা আদায়সহ দুই দেশের অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে হয়েছে। জামায়াতের বিরুদ্ধেও ভূ-রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে অবস্থানের অস্পষ্টতার পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়েছে তাদের প্রতিপক্ষ থেকে। কূটনীতির বিশ্লেষকেরা বলছেন, দলগুলো ভোটে অন্যান্য চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি, ভূ-রাজনীতির বিষয়ও বিবেচনায় নিচ্ছে বলে তাদের ধারণা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

নিউ স্টার্টের মেয়াদ বাড়ানোর পরিবর্তে নতুন পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির আহ্বান ট্রাম্পের

রাশিয়ার সাথে নিউ স্টার্ট পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নতুন চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টে ট্রাম্প বলেন, নিউ স্টার্ট-এর মেয়াদ বাড়ানোর পরিবর্তে, "আমাদের পরমাণু বিশেষজ্ঞদের একটি নতুন, উন্নত এবং আধুনিক চুক্তি প্রণয়নে নিয়োজিত করা উচিত, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।„ নিউ স্টার্ট ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে পরমাণু অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত শেষ চুক্তি। এটি মোতায়েন করা কৌশলগত পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের সংখ্যা ১ হাজার ৫৫০-এ সীমাবদ্ধ করেছে। গত সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কার্যকরভাবে চুক্তিটি আরও এক বছর বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি এবং চুক্তির মেয়াদ বৃহস্পতিবার শেষ হয়ে যায়। ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভবিষ্যতের যে-কোনো পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে চীনকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কারণ দেশটি দ্রুত তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে বলে জানা গেছে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৬.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

সরকারি কর্মী হয়েও নির্বাচনি প্রচারের অভিযোগে শোকজ

সরকারি কর্মী হওয়া সত্ত্বেও, তারা বিএনপির প্রচারে অংশ নিয়েছেন বলে অভিযোগ। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ছয় কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান ভুঁইয়া তাদের এই নোটিশ দেন। নোটিশ পাওয়া ছয়জন হলেন- কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক মনির হোসেন, জুবায়ের মাহমুদ, ফরিদ আহম্মদ ও নেপাল চন্দ্র দাস এবং স্বাস্থ্য সহকারী বিল্লাল হোসেন। সরকারি চাকরি করেও তারা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী মুশফিকুর রহমানের পক্ষে নির্বাচনি কাজে অংশগ্রহণ করায় তাদের এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, সরকারি চাকরি করে এই ছয়জন বিএনপির পক্ষে নির্বাচনি কাজে অংশগ্রহণ করছেন বলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থীর নির্বাচন পরিচালক মওলানা শিবলী নোমানী সিভিল সার্জনের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দেন। শোকজ নোটিশে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের ২০ (খ) ধারা মোতাবেক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোনো রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ ও প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। ছয়জন সরকারি নির্দেশ অমান্য করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে কেন বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে না, এর জবাব আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে মানবাধিকার কমিশনের প্রধান মইনুল ইসলাম

বাংলাদেশে মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করল অন্তর্বর্তী সরকার। হাইকোর্টের সাবেক বিচারক মইনুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত গুম কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। দেড় বছর পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করেছে সরকার। একইসঙ্গে কমিশনে আরো চারজন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ থেকে এই বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত চারজন কমিশনার হলেন, গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য মো. নূর খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম, গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য নাবিলা ইদ্রিস ও মানবাধিকার কর্মী ইলিরা দেওয়ান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

তারেক রহমানের ঢাকা সমাবেশ স্থগিত, তবে প্রচারণা চালাবেন

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রোববারের নির্ধারিত ঢাকার সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। খবর দিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। আজ শুক্রবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। রিজভী বলেন, সমাবেশের পরিবর্তে আগামী ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেবেন তারেক রহমান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

খুলনায় সেলুন থেকে বের করে তরুণকে গুলি করে হত্যা

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে রাকিব হোসেন (২২) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে রাকিব লবণচরা থানার আশিবিঘা এলাকার একটি সেলুনে বসে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দুই ব্যক্তি সেলুনের ভেতর ঢুকে তাকে টেনে বাইরে রাস্তায় নিয়ে যান। এরপর খুব কাছ থেকে তার মাথায় পরপর দুটি গুলি করা হয়। রাকিব মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হামলাকারীরা হেঁটে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। খুলনা মহানগর

পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও মাদকসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, নিহত রাকিবের বিরুদ্ধে মাদকসহ তিনটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। হামলায় জড়িত কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

বিগত বছরে ভোটাধিকার না থাকায় বেড়েছে দুর্নীতি-অপশাসন : তারেক রহমান

বিগত বছরগুলোতে দেশে ভোটাধিকার ও কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতি ও অপশাসন বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। তারেক রহমান বলেন, জবাবদিহির অভাব দেশের শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন তিনি। বিএনপি চেয়ারম্যান জানান, তাদের ইশতেহার মূলত পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়া- রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার, বৈষম্যহীন আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই সক্ষমতা অর্জন, ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন, অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন এবং ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ। দেশের বর্তমান বাস্তবতায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার জরুরি জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ইশতেহারে গণতন্ত্র ও জাতিগঠন, মুক্তিযুদ্ধ ও অভ্যুত্থান, সাংবিধানিক সংস্কার, সুশাসন এবং স্থানীয় সরকার- এই পাঁচটি বিষয়ে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, গণতন্ত্র ও জাতি গঠনের ভিত্তি শক্তিশালী করতে বিএনপি ৩১ দফা ও জুলাই সনদের বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেবে। এসব বিষয় দলের আগের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

ভোটকেন্দ্র দখলের অপচেষ্টা হলে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে : জামায়াতের আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ভোটাধিকার রক্ষায় কোনো ধরনের পেশিশক্তি বা অনিয়মের চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, কেউ যদি ভোটকেন্দ্র দখলের অপচেষ্টা চালায় বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করতে হবে। এ ধরনের ঘটনায় মামলা হলে তার দায় নিজের ওপর নিতে প্রস্তুত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যজোট আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জামায়াত আমির। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "জামায়াতে ইসলামী এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চায়, যেখানে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। বিচার ব্যবস্থায় কোনো আপোশ থাকবে না।„ স্বাধীনতার পর গত ৫৪ বছরে দেশে বিচারহীনতা ও বৈষম্য ক্রমেই বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন জামায়াত আমির। বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব দৃশ্যমান উল্লেখ করে তিনি বলেন, আইনের চোখে সবাইকে সমান হতে হবে। অপরাধ করলে ক্ষমতাবানরাও ছাড় পাবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ীতে সেনা অভিযান, বিপুল অস্ত্র-মাদক উদ্ধার

রাজধানীর উত্তর, বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ীর ধলপুর এলাকায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদক ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, উত্তর বাড্ডা এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১টি রাইফেল, ৭টি পিস্তল ও ৩টি রিভলবারসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। অভিযানে একজনকে আটক করা হয়েছে। অপরদিকে, যাত্রাবাড়ির ধলপুর এলাকায় পৃথক অভিযানে ২টি বিদেশি পিস্তল, ১টি রিভলভার, ৩ রাউন্ড গোলাবারুদ, বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। এ অভিযানে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্র, মাদক ও আলামত পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। আইএসপিআর আরও জানায়, রাজধানীতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে এবং সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাংলাদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ যুক্তরাজ্যের

অপরিহার্য বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে ব্রিটিশ ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস এফসিডিও। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সংক্রান্ত ভ্রমণ সতর্কতা হালনাগাদ করে এই নির্দেশনা দেয় যুক্তরাজ্য সরকার। এফসিডিও,র সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে ২২ জানুয়ারি থেকে প্রচারণা শুরু হয়েছে। এ সময় রাজনৈতিক সহিংসতা ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে, রাজনৈতিক সমাবেশ ও ভোটকেন্দ্রকে লক্ষ্য করে হামলা হতে পারে- এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা

হয়, কোনো ধরনের আগাম পূর্বাভাস ছাড়াই বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। তাই ভ্রমণের সময় আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিসহ বড় রাজনৈতিক সমাবেশ ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলা, সতর্কভাবে ভ্রমণ পরিকল্পনা করা এবং যে-কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, কোনো ভ্রমণেই শতভাগ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

যমুনা অভিমুখে আন্দোলনকারীদের ওপর জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

জাতীয় বেতন কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে ৯ম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নেন সরকারি কর্মচারীরা। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় তাদের। শুক্রবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর মিন্টো রোডে এ ঘটনা ঘটে। সকালে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশ করেন সরকারি কর্মচারীরা। পরে তারা মিছিল নিয়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। যমুনা অভিমুখে যাওয়ার সময় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে প্রথমে আন্দোলনকারীদের ব্যারিকেড দিয়ে বাধা দেয় পুলিশ। পরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার দিকে যেতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় আন্দোলনকারীদের ওপর জলকামান নিক্ষেপ করা হলেও, তারা মিছিল নিয়ে হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালের দিকে যান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গুলিবর্ষণ, শিশুসহ গুলিবিদ্ধ ৫

কক্সবাজারের টেকনাফে একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অজ্ঞাত ব্যক্তির গুলিবর্ষণে শিশুসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের ২৫ নম্বর আলীখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ব্লক-এ/৪ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুইজন রোহিঙ্গা ও তিনজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, হ্নীলা আলীখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় গুলির ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। কারা এই হামলা চালিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

বাংলামোটরেও পুলিশের সঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

জাতিসংঘের অধীনে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তদন্ত ও হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। এ সময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। শুক্রবার ইন্টার-কন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান নিয়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রার ঘোষণা দেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। পরে বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে ইন্টার-কন্টিনেন্টাল মোড় থেকে যমুনা অভিমুখে রওয়ানা হন তারা। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগোতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা বাংলামোটর মোড়ে অবস্থানের চেষ্টা করলে, সেখানেও পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

৪৪তম বিসিএস; বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ পেলেন ১৪৯০ জন

৪৪তম বিসিএসে ১, ৪৯০ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সরকারি কর্ম কমিশনের পিএসসি সুপারিশের সাত মাস পর এ নিয়োগ দেওয়া হলো। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নবনিয়োগ অধিশাখা থেকে বৃহস্পতিবার এ নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে। শুক্রবার এটি প্রকাশ করা হয়। প্রশাসন ক্যাডারে ২৪৪ জন, পুলিশ ক্যাডারে ৪৮ জন, পররাষ্ট্র ক্যাডারে ৯ জন, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারে ২৯ জনসহ বিভিন্ন ক্যাডারে এ কর্মকর্তারা নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ আদেশে নিয়োগপ্রাপ্তদের আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের পদায়ন করা কার্যালয়ে যোগদানের জন্য বলা হয়েছে। ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তী কোনো নির্দেশ না পেলে ওই তারিখেই তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগদান করবেন। নির্ধারিত তারিখে যোগদান না করলে, তিনি চাকরিতে যোগদান করতে সম্মত নন বলে ধরে নেওয়া হবে এবং নিয়োগপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

মনপুরায় নির্বাচনি প্রচারণায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৫

ভোলা-৪ আসনের মনপুরায় নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের মাস্টার হাটের আলম কলোনি সংলগ্ন এলাকায় এই সংঘর্ষ ঘটে। আহতদের মধ্যে বিএনপির গণি মাঝি

এবং জামায়াতের ইদ্রিস মাঝিকে গুরুতর অবস্থায় মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহমুদ আল ফরিদ ভুঁইয়া জানান, বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং যে-কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীদের ওপর কোনো গুলি ছোড়েনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী : সরকারের বিবৃতি

শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনরতদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো ধরনের গুলি ছোড়েনি বলে দাবি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি সরকার এটিও পুনর্ব্যক্ত করছে যে, ওসমান হাদি হত্যার বিচারে সরকার বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘের অধীনে তদন্ত পরিচালনার আইনগত দিক সরকার গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে। এ বিষয়ে আগামী রোববার জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠাবে সরকার। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। যমুনা ও এর আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রথমে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ করেনি। আজ শুক্রবার বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তারা জলকামানের ওপর উঠে গেলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে। সরকার স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, এ সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো ধরনের গুলি ছোড়েনি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা ও সংলগ্ন এলাকায় যে-কোনো প্রকার সভা-সমাবেশ, মিছিল, গণজমায়েত ও বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পুলিশ সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগভাবে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি বলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিশ্চিত করেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় বিএনপি

প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে বিএনপি। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির ঘোষণা দিয়েছে দলটি। বাংলাদেশের মাটিতে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বরদাস্ত করা হবে না এবং কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় বা সহায়তা দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছে বিএনপি। শুক্রবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণাকালে এসব কথা বলেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ইশতেহারে বলা হয়, বিএনপি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সমতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সম্পর্কই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সম্মিলিত অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে। অভিন্ন নদী ও পানি সম্পদের বিষয়ে ইশতেহারে পদ্মা, তিস্তা এবং বাংলাদেশের সব আন্তঃসীমান্ত নদী থেকে ন্যায্য পানির হিস্যা আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার করেন তারেক রহমান। বিএনপির মতে, ন্যায্য পানিবণ্টন নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ ও জাপান `অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি ইপিএ স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ এই প্রথমবারের মতো কোনো দেশের সঙ্গে এমন চুক্তি করল। এর ফলে ৭ হাজার ৩৭৯টি বাংলাদেশি পণ্য জাপানের বাজারে প্রবেশে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করবে। শুক্রবার জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং জাপানি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হোরি ইওয়াও নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। তথ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান, জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচিসহ উভয় দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে ঢাকা ও টোকিওতে অনুষ্ঠিত সাত দফা আলোচনার ফলাফল এ চুক্তি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০২.২০২৬ আসাদ)

BBC

US AND IRAN HOLD TALKS AS FEARS OF DIRECT CONFLICT CONTINUE

Senior US and Iranian officials are in Oman for talks amid a crisis that has raised fears of a military confrontation between the two countries. The discussions come after a US military build-up in the Middle East in response to Iran's violent repression of nationwide anti-

government protests last month, that human rights groups say killed many thousands of people. But the scope of the talks, which are believed to be indirect, remained unclear, with both countries far apart in their positions amid mutual mistrust. The hope was that, if successful, the discussions could lead to a framework for negotiations.
(BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

MORE THAN 30 KILLED IN BLAST AT PAKISTAN MOSQUE: OFFICIALS

At least 30 people have been killed and more than 100 injured in an explosion at a mosque during Friday prayers in Pakistan's capital, Islamabad, according to local officials. An emergency was declared at the city's hospitals after the blast at a Shiite mosque in the Tarlai area of the capital. The district administration spokesman said on X that the number of injured had reached 169. The cause of the explosion was not immediately clear, however reports have suggested it was carried out by a suicide bomber. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has condemned the incident, expressing "deep grief".
(BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

RUSSIAN GENERAL SHOT SEVERAL TIMES IN MOSCOW

A high-profile general in Russia's military has been shot several times and wounded in Moscow. Lt Gen Vladimir Alexeyev was immediately taken to hospital after the attack in a residential apartment block on the north-western outskirts of the city and his condition is unknown. Alexeyev is number two in the main directorate of Russia's GRU military intelligence and he is the latest high-ranking military figure to have been targeted in the capital since the full-scale invasion of Ukraine began almost four years ago. He was placed under European Union and UK sanctions after the GRU was accused of being behinds the 2018 nerve agent attack in Salisbury in the UK. (BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

CANADA, FRANCE TO OPEN GREENLAND CONSULATES AFTER TRUMP DEMANDS

Canada is set to open its first diplomatic outpost in Greenland in a significant show of solidarity following US President Donald Trump's threats to take control of the territory. A delegation of senior Canadian officials, including Governor General Mary Simon, and foreign minister Anita Anand, are travelling to Nuuk on Friday to formally open Canada's consulate, accompanied by a Canadian Coast Guard ship. Ahead of the trip, Simon said in a speech that Canada "stands firmly in support of the people of Greenland who will determine their own future". Their visit comes amid a similar trip made by French officials, who are due to open their own consulate in the territory the same day. The Canadian and French missions are a historic expansion of foreign engagement in Greenland. Until this week, only Iceland and the US had formal diplomatic consulates in Nuuk.
(BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

TRUMP ENDORSES JAPAN'S TAKAICHI AHEAD OF SNAP ELECTION

Donald Trump has endorsed Japan's Prime Minister Sanae Takaichi ahead of a snap election in her country on Sunday. Takaichi has "already proven to be a strong, powerful, and wise leader... one that truly loves her country," the US president wrote in a Truth Social post on Thursday, adding: "She will not let the people of Japan down!" While it is rare for US presidents to publicly back candidates in foreign elections, Trump has done so before, endorsing Argentina's Javier Milei and Hungary's Viktor Orban most recently. Takaichi has courted the US president as Tokyo seeks more stability in its relationship with Washington, its closest ally, in the wake of Trump's tariffs. (BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

AT LEAST 18 DIE IN 'RAT-HOLE' MINE BLAST IN INDIA

At least 18 miners have died and one is severely injured after an explosion at an illegally-operated coal mine in India's northeastern state of Meghalaya, police say. Rescue operations are on and some people are still feared trapped, police say, adding that the blast occurred around 11:00 local time on Thursday in the East Jaintia Hills of the state. Superintendent of the state police Vikash Kumar told reporters that the accident happened due to rat-hole mining - a hazardous method which involves the use of dynamite to break open narrow tunnels through which workers crouch to extract coal. Rat-hole mining has continued in the state despite a blanket ban in place, activists say.
(BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

US MILITARY SAYS TWO KILLED IN STRIKE ON ALLEGED DRUG BOAT

The US military says it has struck another boat in the Eastern Pacific Ocean that it alleges was carrying drugs, killing two people on Thursday. US Southern Command said the vessel

was being operated by designated terrorist organizations and travelling on known narco-trafficking routes. US forces have been targeting vessels they suspect of smuggling narcotics through the Caribbean and eastern Pacific since September. At least 38 lethal strikes have been carried out in that time and 128 people have died. The Trump administration has justified the operations as part of a non-international armed conflict meant to stem the flow of drugs from Latin America to the US.
(BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

HEALTH WARNING OVER CAPE VERDE TRAVEL AFTER STOMACH BUG DEATHS

The Health Security Agency (UKHSA) has warned people over travel to Cape Verde after dozens of Britons fell ill with stomach bugs while there. Since 1 October, the agency has identified 118 cases of shigella and 43 of salmonella linked to trips to the West African archipelago. While most people recover within a week, four British people have died within months of contracting stomach bugs while on holiday there. The warning comes ahead of the February half term, when a greater number of British holidaymakers are expected to travel to the popular winter destination. (BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

NIGERIAN COURT ORDERS UK TO PAY £420M OVER 1949 KILLING OF MINERS

A Nigerian court has ordered the British government to pay $27m to each of the families of 21 coal miners killed in 1949 by the colonial administration in the south-east of the country. The colonial police, made up of Nigerians and Europeans, shot dead workers striking for better conditions. Dozens more were injured in what the state-run News Agency of Nigeria described as one of the most notorious acts of repression under British rule in Nigeria. Historians say the killing helped galvanize support for the burgeoning anti-colonial movement that led to independence 11 years later, in 1960.
(BBC News Web Page: 06/02/26, FARUK)

::THE END ::